রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৪, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
জলবায়ু পরিবর্তন-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৪ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ২২.০০.০০০০.০৮৬.১৪.০০১.১৯.১২৩—জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রণীত গাইডলাইনটি গেজেট আকারে প্রকাশ করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ
উপসচিব।

মূল্য : টাকা ১২.০০

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ডের অর্থায়নে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রকল্প গ্রহণের জন্য গাইডলাইন।

১। গাইডলাইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট :

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় ২০০৯ সালে প্রণয়ন করা হয় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯। এ কর্মকৌশল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে গঠন করা হয় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালনার জন্য ২০১০ সালে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের মাধ্যমে পাস করা হয় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ অনুযায়ী ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবস্থাপনার জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডকে সহায়তা করার জন্য রয়েছে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি। ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ২০১২ সালে ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালনার জন্য একটি **"ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবহার নীতিমালা"** প্রণয়ন করা হয়। সম্প্রতি এ নীতিমালাটি হালনাগাদ করে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ নীতিমালায় প্রকল্প গ্রহণ, অনুমোদন, বাস্তবায়ন, অর্থছাড় সংক্রান্ত পৃথক পৃথক নির্দেশনা ও প্রকল্প **প্রণয়নের** ছকসমূহের একটি রূপরেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলতঃ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯, এবং ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবহার নীতিমালা অনুযায়ী বিগত ১০ বছর ট্রাস্ট ফান্ড হতে প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয়েছে। কিন্তু জলবায়ু সংক্রান্ত প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য কোনো গাইডলাইন না থাকায় বিগত ২১ জুন, ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ৫০তম সভায় একটি গাইডলাইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রণীত এ গাইডলাইনের আলোকে নির্ধারিত মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে ট্রাস্টি বোর্ডের মাননীয় সদস্যবৃন্দ প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবেন।

২। ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণের সার্বিক চিত্র :

সরকারের রাজস্ব তহবিল দ্বারা ২০০৯-১০ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল গঠন করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরসহ ১৫টি অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে ৩ হাজার ৯ শত ৬৯ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইনের বিধান অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অনুকূলে প্রতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ৬৬% সমপরিমাণ অর্থ ও স্থায়ী আমানত হিসেবে তহবিলে জমাকৃত অর্থের সুদ দ্বারা ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ৯৬৯টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত প্রকল্পসমূহ বিসিসিএসএপি-২০০৯ এর ৬টি থিমেটিক এরিয়ার অধীনে ১৮ টি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সকল জেলাতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক বিভাজন লক্ষ করলে দেখা যায় যে, থিমেটিক এরিয়া টি-৩-অবকাঠামো খাতে অধিক সংখ্যক (প্রায় ৪৭%) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, সে তুলনায় অন্যান্য থিমেটিক এরিয়াতে কম প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বিগত ২/৩ বছরে অনুমোদিত

প্রকল্প বিশ্লেষণে দেখা যায় থিমেটিক এরিয়া টি-৫ প্রশমন খাত (৩৪%) এর অধীনে অধিকাংশ প্রকল্পের অনুকূলে সৌর সড়ক বাতি স্থাপনের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়-ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে সর্বাধিক (প্রায় ৫৭%) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (প্রায় ১৬%) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৭.১১৯.০০২.০২.০০.০৬১.২০১৩ (অংশ-১)/১১০, তারিখ : ০৮-০৬-২০১৫ খ্রি: স্মারকমূলে প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবস্থপনা সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করা হয়। এতে জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার ৬টি থিমের মধ্যে বরাদ্দ সিলিং নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশ অনুযায়ী গবেষণা খাতে সর্বাধিক ২৫% প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হলেও বর্তমানে গবেষণা খাতে প্রকল্প গ্রহণের হার ৫%। অনুরূপভাবে অবকাঠামো ও প্রশমন খাতে যথাক্রমে ২০% এবং ১৫% হারে প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা থাকলেও বর্তমানে এই দুই থিমের অধীনে প্রকল্প গ্রহণের হার যথাক্রমে ৪৭% এবং ৩৩%। একই ধারাবাহিকতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামর্থ্য গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এই দুই থিমের অধীনে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাক্রমে ১৫% এবং ১০% হারে প্রকল্প গ্রহণের অনুশাসন থাকলেও বর্তমানে এ দুটি থিমে প্রকল্প গ্রহণের হার ১%, যা অতি নগণ্য। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক তারতম্য এবং দুই-একটি মন্ত্রালয়ের অধীনে অধিকাংশ প্রকল্প অনুমোদন হওয়ায় ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে ভারসাম্য বজায় থাকছে না। ফলে প্রণীত এ গাইডলাইনটি বাস্তবায়ন করা হলে এ জটিলতা নিরসন করা সম্ভব হবে। এতে করে একদিকে যেমন অর্থ বিভাগের সুপারিশ সম্যক বিবেচনায় নেয়া যাবে অপরদিকে জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার থিমসমূহকেও তাদের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রকল্পে স্থান দেয়ার সুযোগ থাকবে।

৩। গাইডলাইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য :

(৩.১) যথাযথ প্রকল্প অনুমোদনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণের খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি মোকাবেলা করা;

(৩.২) প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে অভিযোজন (Adaptation), জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ রোধ, জলবায়ূ পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি (Loss and Damage) মোকাবেলায় যে সকল কাজ সরাসরি ভূমিকা রাখবে তাদের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা;

(৩.৩) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং ক্ষতিগ্রস্ততা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং এর ভিত্তিতে প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(৩.৪) প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

(৩.৫) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার করা।

৪। **জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড হতে প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ**

(৪.১) প্রকল্প প্রস্তাব দাখিলের ক্ষেত্রে শর্তসমূহ :

(৪.১.১) প্রতি অর্থবছরের **(১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ)** এবং **(১ জুলাই হতে ৩০ সেপ্টেম্বর)** সময়সীমার মধ্যে নতুন প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করা হবে। প্রকল্প প্রস্তাব যথাযথ নিয়মে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে দাখিল করতে হবে।

(৪.১.২) এক অর্থবছরের প্রকল্প প্রস্তাব অন্য অর্থবছরে দাখিল করা যাবে না। নির্ধারিত সময়সীমার পরে দাখিলকৃত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণযোগ্য হবেনা।

(৪.১.৩) প্রকল্প প্রস্তাব দাখিলের সময় প্রকল্প এলাকায় কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের স্থিরচিত্র, ভিডিও ফুটেজ এবং বেসলাইন সার্ভে এর তথ্য (Baseline Survey) প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(৪.১.৪) প্রতিটি প্রকল্প প্রস্তাবে আবশ্যিকভাবে প্রকল্প এলাকা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। (বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, মৌজা, জেএল নম্বর, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ সহকারে)।

(৪.২) প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ :

(৪.২.১) প্রস্তাবিত প্রকল্প Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) এ বর্ণিত থিমেটিক এরিয়ার আওতাধীন কর্মসূচি বা প্রোগ্রাম এর আলোকে প্রণয়ন করতে হবে।

(৪.২.২) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইনের বিদ্যমান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বয় সাধন করে অভিযোজন (Adaptation), প্রশমন (Mitigation), জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ রোধ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি (Loss and Damage) মোকাবেলা, প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer) এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity Building) বিষয়ে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে।

(৪.২.৩) প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের ক্ষেত্রে NAP (National Adaptation Plan, 2022, NDC Nationally Determined Contrbution, 2021), Mujib Climate Prosperity Plan, 2023 এবং CCGAP (Climate Change and Gender Action Plan, 2023) কে বিবেচনায় আনতে হবে।

(৪.২.৪) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয়, বন্যাপ্রবণ, পাহাড়ি, বরেন্দ্র, হাওড় ও শহরাঞ্চলের বিপন্নতা (Vulnerability) এর মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়েনের ক্ষেত্রে এ ভিন্নতার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে এবং তথ্য উপাত্তসহ ভিন্ন ভিন্ন বিপদাপন্নতার জন্য প্রস্তাবিত কাজের যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে (Nationwide Climate Vulnerability Assessment (NCVA) রিপোর্ট অনুযায়ী)।

(৪.২.৫) গবেষণাধর্মী প্রকল্প প্রণয়ণের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক গবেষণার উপর জোর দিতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাবে প্রস্তাবিত গবেষণা কাজের ফলাফল পাইলট আকারে প্রয়োগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৪.২.৬) বিদ্যমান জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবহার নীতিমালা অনুযায়ী (১৫ কোটি টাকার মধ্যে) পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(৪.২.৭) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রস্তাবিত এলাকা এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টরে কী Additional Value যোগ হবে এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ কীভাবে উপকৃত হবে তার বিবরণ নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী দাখিল করতে হবে :

Additional Value এর বিবরণ	**সংখ্যা/পরিমাণগত**	**% (শতকরা হার)**

(৪.২.৮) Co-financing এর মাধ্যেম প্রকল্প বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। বড় পরিসরে (১৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে) প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে দপ্তর/সংস্থা অথবা অন্য তহবিল হতে Co-financing এর সংস্থান থাকতে হবে।

(৪.২.৯) Co-financing এ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি নিরসনে সক্ষম প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ট্রাস্ট ফান্ড হতে পর্যায়ক্রমে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে Co-financing এর ক্ষেত্রে মূল বাজেট ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক রাখা যাবেনা।

(৪.২.১০) প্রকল্প প্রস্তাবে আবশ্যিকভাবে উপকারভোগীর সংখ্যা (নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, বিধবা) সংযোজন করতে হবে।

(৪.৩) প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ :

(৪.৩.১) প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ৪টি থিমের আওতায় দাখিলকৃত প্রস্তাবসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে :

(ক) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য ;

(খ) গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ;

(গ) অভিযোজন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ;

(ঘ) ক্ষয়ক্ষতি (Loss & Damage) ;

(ঙ) দূষণ নিয়ন্ত্রণ ; এবং

(চ) সহনশীলতা বৃদ্ধি (Resilience Building).

(৪.৩.২) প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে পাইলট আকারের এবং ইনোভেটিভ ও গবেষণাধর্মী প্রকল্পকে উৎসাহিত করা হবে।

(৪.৩.৩) প্রস্তাবিত যে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম কার্যকরী ফলাফল প্রদানে সক্ষম সে সকল প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে।

(৪.৩.৪) জরুরি প্রয়োজনে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় ট্রাস্ট ফান্ড হতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

(৪.৩.৫) বিসিসিটি কর্তৃক প্রকল্প যাচাইয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালা, গাইডলাইন/ চেকলিস্ট ও (৪.৪) অনুচ্ছেদে এ বর্ণিত ম্যাট্রিক্স এর উপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত মান অনুযায়ী প্রকল্প বাছাই করা হবে। প্রদত্ত ১০০ (একশত) মানের মধ্যে ৮০ (আশি) এর নিম্নে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপনযোগ্য নয় মর্মে বিবেচিত হবে।

(৪.৩.৬) গত ০৪ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ৫৯তম সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর স্মারক নং-২২.০৬.০০০০.১১৭. ১৪.০৭.২০২২.২(ক), তারিখ: ০৫-০১-২০২৩ খ্রিঃ মূলে গঠিত সাব কমিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ যাচাই-বাছাই করবে।

(৪.৩.৭) সাব-কমিটি প্রয়োজনবোধে দাখিলকৃত প্রস্তাব হতে অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় আইটেম ও বাজেট হ্রাস/বৃদ্ধির সুপারিশ করতে পারবে।

(৪.৩.৮) সাব-কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত মানসহ প্রতিটি প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

(৪.৩.৯) কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্পসমূহ ট্রাস্টি বোর্ড সভায় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সার-সংক্ষেপের সাথে মান সংযোজন করতে হবে।

(৪.৩.১০) কারিগরি কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রকল্পসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডে উপস্থাপন করতে হবে।

(৪.৪) প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য প্রণীত ম্যাট্রিক্স :

প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য ১০০ (একশত) মান সম্বলিত নিম্নোক্ত ম্যাট্রিক্স প্রণয়ন করা হলো। ম্যাট্রিক্সে বর্ণিত প্রতিটি সূচকের বিপরীতে যুক্তিসঙ্গত এবং উপাত্ত সমৃদ্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে মান প্রদান করতে হবে।

ক্র.	বিবেচ্য বিষয়সমূহ	প্রদত্ত মান
০১.	**প্রস্তাবিত কাজ জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কীভাবে/কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা রাখবে ?**	**১৫**
	ক. প্রস্তাবিত কাজ সংশ্লিষ্ট এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কীভাবে ভূমিকা রাখবে ?	০-৫
	খ. প্রস্তাবিত কাজ সংশ্লিষ্ট এলাকায় Immediate Action অথবা সরাসরি ভাবে ফলাফল প্রদানে কীভাবে ভূমিকা রাখবে?	০-৩
	গ. প্রস্তাবিত কাজটি বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় জনগণের আর্থ সামাজিক সক্ষমতা এবং জলবায়ু সহনশীলতা (Resilience) কীভাবে বাড়বে ?	০-৪
	ঘ. প্রস্তাবিত কাজ বাস্তবায়নের ফলে কীভাবে বহুমুখি সুবিধা (Multiple Benefit) পাওয়া যাবে তার বিবরণ।	০-৩

০২.	**প্রস্তাবিত কাজের ধরন অভিযোজনমূলক এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণধর্মী হলে তা প্রকল্প প্রস্তাবে কীভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে ?**	**০৮**
	ক. অভিযোজনমূলক এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণধর্মী থিমের অধীনে প্রস্তাবিত কাজের ধরন প্রায়োগিক হলে তার বিবরণ।	০-৪
	খ. অভিযোজনমূলক এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণধর্মী থিমের অধীনে প্রস্তাবিত কাজের ধরন গবেষণামূলক হলে তার বিবরণ।	০-৪
০৩.	**প্রস্তাবিত প্রকল্প ক্ষয়ক্ষতি (Loss & Damage) রোধে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে কীভাবে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে?**	**১২**
	ক. প্রস্তাবিত কাজ ক্ষয়ক্ষতি (Loss & Damage) কে কীভাবে Address করবে তার বিবরণ।	০-৫
	খ. প্রস্তাবিত কাজ পরিবেশ দূষণ রোধে কীভাবে ভূমিকা রাখবে তার বিবরণ।	০-৫
	গ. প্রস্তাবিত কাজ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাস্তুচ্যুত জনগণের (Climate Displaced People) জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন কীভাবে করবে তার বিবরণ।	০-২
০৪.	**প্রস্তাবিত কাজ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশলপত্রের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কীভাবে/কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা রাখবে ?**	**১০**
	ক. প্রস্তাবিত কাজ NAP, NDC, Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কোন উদ্দেশ্য, থিম এবং সেক্টরের সাথে কীভাবে সংগতিপূর্ণ ?	০-৫
	খ. প্রস্তাবিত কাজ স্বীকৃত কোনো Climate model/Design/Climate study/ দপ্তর/সংস্থার মাস্টার প্লান-কে কীভাবে অনুসরণ করবে ?	০-৫
০৫.	**বিসিসিএসপি, বিদ্যমান আইন, নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণীত বিষয়সমূহ প্রকল্প প্রস্তাবে কীভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে ?**	**০৫**
০৬.	**প্রস্তাবিত কার্যক্রম স্ব-স্ব বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিজস্ব/রুটিন কাজ, না জলবায়ু সহিষ্ণু ইনোভেটিভ কোনো কাজ ?**	**১০**
	ক. প্রস্তাবিত কাজের ধরন Allocation of Business অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থার কাজ হলে তার বিবরণ।	০-৫
	খ. প্রস্তাবিত কাজ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় কীভাবে ভূমিকা রাখবে?	০-৫
০৭.	**মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা যাচাই**	**১০**
	ক. প্রস্তাবিত কাজটি বাস্তবায়নের পূর্বের অভিজ্ঞতা আছে কি না তার বিবরণ ?	০-৫
	খ. বাস্তবায়নকারী সংস্থা কাজটি নিজস্ব জনবল দ্বারা অথবা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে কি না তার বিবরণ।	০-৩
	গ. প্রস্তাবিত কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দপ্তর/সংস্থার নিজস্ব Exit Plan (বিদ্যমান পরিকল্পনা) থাকলে তার বিবরণ।	০-২

০৮.	**প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নে স্টেকহোল্ডার/স্থানীয় জনগণকে কীভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে?**	**১০**
	ক. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে স্থানীয় জনগণকে কীভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তার বিবরণ।	০-৫
	খ. প্রকল্পের টেকসহিতা (Sustainability) রক্ষার কাজে স্থানীয় জনগণকে কীভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে ?	০-৫
০৯.	**প্রকল্প প্রস্তাব জেন্ডার নীতিমালায় (Gender guidelines of BCCT) বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা ?**	**১০**
	ক. প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নকালীন জেন্ডারভিত্তিক মতামত প্রদানের সুযোগ কীভাবে রাখা হয়েছে ?	০-৫
	খ. প্রকল্প প্রস্তাবে জেন্ডার বিষয়ক তথ্য কীভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে ?	০-৩
	গ. প্রকল্পে জেন্ডারভিত্তিক কাজের প্রয়োজনীয়তা কীভাবে বিবেচনা করা হয়েছে?	০-২
১০.	**প্রকল্প সমাপ্তির পর বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে সংরক্ষণ (Maintenance) এবং টেকসহিতা (Sustainability) নিশ্চিত করার জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?**	**১০**
	ক. প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ (Maintenance) করার কী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ?	০-৫
	খ. প্রকল্পের কাজের Sustainability নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কোনো সরকারি/বেসরকারি সংস্থা/স্থানীয় জনগণকে সংযুক্ত করার কী পদক্ষপ গ্রহণ করা হয়েছে ?	০৫
	মোট	**১০০**

(৪.৫) এ গাইডলাইন এর কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিমার্জন প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টি বোর্ডের পরামর্শ গ্রহণ করে গাইডলাইনটি চূড়ান্ত করবেন।

(৪.৬) প্রতি ৫ বছর পর পর গাইডলাইনটি মূল্যায়নপূর্বক পরিমার্জন/সংশোধন করা যেতে পারে।

(৪.৭) প্রদত্ত ম্যাট্রিক্সে বর্ণিত ১ ও ২ নং অনুচ্ছেদের বিভিন্ন কৌশলপত্র (পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, BCCSAP, NAP, NDC, MCPP) পরিমার্জন/সংশোধন/হালনাগাদকরণ করা হলে সর্বশেষ প্রণীত সংকলন বিবেচনা করতে হবে।

(৪.৮) প্রতি বছর প্রণীত এ গাইডলাইন অনুসরণ করে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন (Impact Assessment Report) ট্রাস্টি বোর্ডে উপস্থাপন করতে হবে।

ড. ফারহিনা আহমেদ

সচিব

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd